বাক্য ও বচন

- যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, তাকে বাক্য বলে। আর যে-বাক্যের মাধ্যমে দুটি ধারণার মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে প্রকাশ করা হয়, তাকে বচন বলে। যদিও বাক্য ও বচন দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের মনের ভাব বা ধারণাকে ভাষায় প্রকাশ করতে চাই, দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের বক্তব্য উদ্দেশ্য এবং বিধেয় নিয়ে গঠিত হয়, তাহলেও দুটির মধ্যে প্রকৃতি ও গঠনের দিক থেকে নানা রকম পার্থক্য আছে।

১) বাক্যের মাধ্যমে বচন প্রকাশিত হয়। তাই প্রত্যেকটি বচনই বাক্য। কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্যকে বচন বলা যায় না। কেবল যে-বাক্যের মাধ্যমে কোন কিছু ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি অসঙ্গতি অনুযায়ী যে-বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, তাকেই শুধু বচন বলা হয়। যেমন সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব। এটি বচন কারণ এটি ঘোষক বাক্য এবং সত্যও বটে। আবার কী আশ্চর্য (বিস্ময় সূচক), মঙ্গল হোক (ইচ্ছা), এদিকে এসো (আদেশ সূচক) - এগুলি বাক্য। কিন্তু বচন নয়। কারণ, কোন কিছু ঘোষণাও করছে না, আবার সত্য বা মিথ্যাও নয়।

২) এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে বাক্য গঠিত হতে পারে। কিন্তু বচন গঠিত হয় দুটি পদ নিয়ে। যাদের একটি হল উদ্দেশ্য পদ এবং অপরটি হল বিধেয় পদ। যেমন তুমি অধম হইলে বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? - বাক্য। প্লেটো (উদ্দেশ্য) হয় একজন দার্শনিক (বিধেয়)।

৩) বচনে উদ্দেশ্য, বিধেয় ও সংযোজক এই তিনটির পারস্পরিকভাবে উল্লেখ থাকে। কিন্তু বাক্যে এদের একটি কিংবা দুটি অংশও উহ্য থাকতে পারে। যেমন বচন = ফুল (উদ্দেশ্য) হয় (সংযোজক) লালবস্তু (বিধেয়)। বাক্য = (ক) ফুল লাল। - সংযোজক (হয়) নাই। (খ) অপূর্ব - এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদ (এই দৃশ্যটি) নাই। আবার সংযোজক (হয়)ও নাই।

৪) বচনে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। বাক্যে গুণ ও পরিমাণ সেইভাবে উল্লেখ থাকে না। বাক্য = পাহাড়ীরা পরিশ্রমী। বচন = সকল (সার্বিক পরিমাণ), পাহাড়ী (উদ্দেশ্য), হয় (সংযোজক বা হ্যাঁ বাচক গুণ), পরিশ্রমী ব্যক্তি (বিধেয়)।

৫) বাক্যের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা বিচার করা হয় এবং এই বিচার ব্যকরণের নিয়ম অনুযায়ী করা হয়। কিন্তু বচন যদিও বাক্য, তাহলেও এর সত্যতা বিচার করা হয় এবং এই বিচার বাস্তবের সঙ্গে বক্তব্যের সঙ্গতি অ-সঙ্গতি অনুযায়ী করা হয়। দৃষ্টান্ত : বাক্য = সূর্য হয় বস্তু যা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে (ব্যকরণের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ বাক্য)। বচন = পৃথিবী হয় বস্তু যা সূর্যের চারদিকে ঘোরে (বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী সত্য বচন)।

বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করার নিয়ম

- বাক্য হল হল ব্যাকরণের ব্যাপার। বচন হল যুক্তিবিজ্ঞানের ব্যাপার। যে কোন সাধারণ বাক্য যতক্ষণ না বচনে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ তা যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। তাই বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। যুক্তবিজ্ঞানে চার রকম আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচনের কথা বলা হয়েছে। - বাক্য সব সময় বচনের আকারে থাকে না। বাক্যকে বচনের আকারে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। এই রূপান্তর সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম আছে। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এবং কতকগুলি বিশেষ নিয়ম।

সাধারণ নিয়ম

- ১) বচন-আকারের ক্রম হল : মানক উদ্দেশ্য সংযোজক বিধেয়।
- বাক্যকে বচনে নিয়ে আসতে গেলে বচন-আকারের এই ক্রমটিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে।
- ২) বচন-আকারের ক্রমের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অংশকে বাক্যের অর্থ বুঝে খুঁজে নিতে হবে। বাক্য মানেই বিবৃতি অর্থাৎ কারও সম্পর্কে কিছু বলা। এইক্ষেত্রে - অ) কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ? - এর উত্তরে উদ্দেশ্য পদকে পাওয়া যাবে (আ) উদ্দেশ্য পদের কতটুকু সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ? সম্পূর্ণ না অংশ ? - এর উত্তরে মানক পাওয়া যাবে। (ই) উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে ? - এর উত্তরে বিধেয় পদ পাওয়া যাবে। (ঈ) বাক্যে যা বলা হচ্ছে, তা স্বীকার করে বলা হচ্ছে, না অস্বীকার করে বলা হচ্ছে ? - এর উত্তরে সংযোজক পাওয়া যাবে।

৩) বাক্যকে বচনে আনলেই প্রথমে স্পষ্ট করে তার গুণ ও পরিমাণ দেখিয়ে দিতে হয়। এইক্ষেত্রে (অ) পরিমাণ পাওয়া যাবে মানক দেখে অর্থাৎ মানক সকল হলে বচনটি সার্বিক বচন হবে, আর কোন, কোন হলে বচনটি বিশেষ বচন হবে। (আ) গুণ পাওয়া যাবে সংযোজক দেখে। অর্থাৎ সংযোজক হয় হলে বচনটি হ্যাঁ-বাচক বচন হবে। নয় হলে বচনটি না-বাচক বচন হবে।

৪) বাক্য হ্যাঁ-বাচক হতে পারে, আবার না-বাচক হতে পারে। হ্যাঁ-বাচক বাক্যে বিধেয় পদটি স্বীকৃতি বা হ্যাঁ-সূচক হয়। এই ধরণের বাক্যকে বচনে আনলে সংযোজক 'হয়' হবে। যেমন (ক) বাক্য = রাম বাড়িতে আছে। বচন = রাম হয় ব্যক্তি যে বাড়িতে আছে। (খ) বাক্য = সে রামকে দেখেছে। বচন = সে হয় ব্যক্তি যে রামকে দেখেছে। না-বাচক বাক্যে বিধেয় পদটি অস্বীকৃতিসূচক বা না-সূচক হয়। এই ধরণের বাক্যকে বচনে আনলে সংযোজক 'নয়' হবে। এবং এইক্ষেত্রে বিধেয় পদের না-সূচক অংশটিকে হ্যাঁ-সূচক রাখতে হবে। যেমন বাক্য = রাম বাড়িতে নাই। বচন = রাম নয় ব্যক্তি যে বাড়িতে আছে। বা বাক্য = রাম এখানে আসেনি। বচন = রাম নয় ব্যক্তি যে এখানে এসেছে।

৫) বাক্যকে বচন-আকারে নিয়ে আসার পর ওই বচনটি পাশে পরিমাণ + গুণ নির্দেশক প্রতীক হিসাবে A, E, I, O - এই চারটির যেটি উপযুক্ত সেটি বসিয়ে দিতে হবে।

৬) কোন বাক্যকে বচন-আকারে নিয়ে আসার পর অনেক সময় তার উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদটি দীর্ঘ বা বহু শাব্দিক হয়ে হয়ে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে অর্থ ঠিক রেখে ওই দীর্ঘ ও বহু শাব্দিক পদকে সংক্ষিপ্ত করে নিতে হয়। এতে বচনের অহেতুক জটিলতা অনেকাংশে কমে যায়। যেমন বাক্য = অসৎ ব্যক্তিকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। বচন = E কোন অসৎ ব্যক্তি নয় বিশ্বাসী ব্যক্তি বা বাক্য = যে-সব মানুষ ভারতে বাস করে, তাদের সকলেই শান্তিপ্রিয়। বচন = A সকল ভারতীয় হয় শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি।

৭) বাক্যকে বচনে নিয়ে আসতে হলে বাক্যের আকার অবশ্যই বদল হবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ কোনমতেই বদল করা যাবে না।
যেমন : (ক) বাক্য = লোহার তৈরী অথছ ভারী নয় - এমন বস্তু থাকতে পারে না। বচন = A সকল লোহার তৈরী বস্তু হয় ভারী বস্তু। (নয়+না = হ্যাঁ)। (খ) বাক্য = যা লাল, তা নীল নয়। বচন = E কোন লাল বস্তু নয় নীল বস্তু (গ) বাক্য = যে পাপ করে সে-ই কষ্ট পায়। বচন = A সকল পাপী হয় ব্যক্তি যারা কষ্ট পায়। (ঘ) বাক্য = তারাই প্রকৃত মানুষ, যারা অন্যের দঃখে সমব্যথী বা যারা অন্যের দুঃখে সমব্যথী তারা প্রকৃত মানুষ। বচন = A সকল ব্যক্তি যারা অন্যের দুঃখে সমব্যথী, হয় প্রকৃত মানুষ। (ঙ) বাক্য = মৌলবাদীরা জাতির শত্রু। বচন = A সকল মৌলবাদী হয় জাতির শত্রু। (চ) বাক্য = এই বস্তুটি ধাতু ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না। বচন = A এই বস্তুটি হয় ধাতু। (ছ) বাক্য = যারা মিথ্যা কথা বলে তারা অসৎ না-হয়ে পারে না। বচন = A সকল মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হয় অসৎ ব্যক্তি।

৮) বচনের বাম পাশে তর্কসম্মত রূপ (Logical Form বা সংক্ষেপে L. F.), কিংবা ‘বচনরূপ’ কথাটি লিখতে হবে এবং ডানপাশে অবশ্যই বচনের নাম (A, E, I, O) লিখতে হবে।

৯) বাক্যের বিধেয় অংশে যদি কোন নঞর্থক সূচক চিহ্ন থাকে তাহলে বচনে সেটি সংযোজকের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন ঃ বাক্য = প্লেটো ক্রিকেটার ছিলেন না। বচন = E প্লেটো নন এমন যিনি ক্রিকেটার ছিলেন।

১০) অনেক সময় বাক্যের অর্থটিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদের সঙ্গে কিছু শব্দ যোগ করা যেতে পারে। যেমন ঃ বাক্য = পাখি উড়তে পারে। বচন = A সকল পাখি হয় এমন যা উড়তে পারে।

১১) অনেক সময় বচনে ঠিকমত রূপান্তর করলেও বাক্যের স্থান কাল ইত্যাদির ধারণাগুলি বচনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সেইজন্য বচনে দেশ কালের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে বেশকিছু শব্দসমষ্টি যোগ করতে হয়, সেগুলিকে একত্রে বলা হয় উপসংকেত (Parameter)।

যেমন ঃ বাক্য = সে যখনই কথা বলে, আত্মপ্রচার করে। বচন = A সকল সময় যখন সে কথা বলে হয় সময় যখন সে আত্মপ্রচার করে।

১২) বচনে 'উদ্দেশ্য'র বহু জায়গায় কেবলমাত্র উদ্দেশ্য পদটিই বসবে, তার সঙ্গে বহু বচন অর্থবোধক কোনো শব্দ বা অক্ষর যোগ হবে না।

যেমন ঃ বাক্য = ছাত্ররা পরিশ্রমী। বচন = সকল ছাত্ররা হয় পরিশ্রমী। এটি ভুল। সঠিক বচনটি হল ঃ A সকল ছাত্র হয় পরিশ্রমী। বা বাক্য বিদ্বানই পূজিত হন। ভুল যা করে ছাত্ররা তা হল ঃ সকল বিদ্বানই হন পূজিত। সঠিক বচন হল ঃ Aসকল বিদ্বান হন পূজিত।

বিশেষ নিয়ম ঃ

- ১) কোন বাক্যে সব, সর্বদা, সর্বত্র, স্বভাবত, মাত্রই, অবশ্যই, প্রত্যেক, যে-কেউ, যে-কোন, নিশ্চিতভাবে, অনিবার্যভাবে … (All, always, each, anybody, everybody, anyone, whenever, universally …. Etc.) প্রভৃতি কথাগুলি থাকতে পারে। এরা বচন-আকারে মানক হিসাবে ‘সকল’-কে নির্দেশ করে। এদের কোন একটি সংযোজক হিসাবে ‘হয়’ থাকলে বাক্যটি A -বচন হবে এবং ‘নয়’ থাকলে বচনটি O -বচন হবে। অর্থাৎ
- ক) সকল (মানক) + হয় (সংযোজক) = A বচন।
- খ) সকল (মানক) + নয় (সংযোজক) = O বচন।

যেমন ঃ অ) বাক্য = যে-কেউ এ কাজ করতে পারে। বচন = A সকল ব্যক্তি হয় এই কাজ করার যোগ্য ব্যক্তি। আ) বাক্য = বাক্য মাত্রই বচন নয়। বচন = O কোন কোন বাক্য নয় বচন। ই) বাক্য = বিদ্বান সর্বত্রই পূজনীয়। বচন = A সকল বিদ্বান ব্যক্তি হয় পূজনীয় ব্যক্তি। ঈ) বাক্য = যারা প্রশংসা করে তারা সবাই বন্ধু নয়। বচন = E কোন প্রশংসাকারী ব্যক্তি নয় বন্ধু। উ) বাক্য প্রত্যেকটি মানুষই ভুল করে। বচন = A সকল মানুষ হয় ব্যক্তি যারা ভুল করে। ঊ) বাক্য = এমন নয় যে সব মানুষ স্বার্থপর। বচন = O কোন কোন মানুষ নয় স্বার্থপর ব্যক্তি। ঋ) বাক্য রাজনীতিবিদরা সব সময় সত্য কথা বলেন না। বচন = O কোন কোন রাজনীতিবিদ নন সত্যবাদী। এ) বাক্য = চক্‌চক্‌ করলে সোনা হয় না। বচন = O কোন কোন চক্‌চকে বস্তু নয় সোনা।

২) কোন বাক্যে ‘কোন ..... নয়’, ‘কেহ ..... নয়’, কখনও ..... নয়’ ‘একটাও নয়’, ‘এক নয়’, ‘একই সঙ্গে .... নয়’, ‘নেই’, ‘হতে পারে না’ (Never, none, nobody, not any etc.) এই ধরনের না-বাচক কথাগুলি থাকলে বাক্যটি ই-বচন হবে।

যেমন ঃ অ) বাক্য = কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। বচন = E কোন ব্যক্তি নয় ব্যক্তি যে আইনের উর্ধ্বে। আ) বাক্য = কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে সাম্যবাদী এবং শোষক হতে পারে না। বচন = E কোন সাম্যবাদী নয় শোষক। ই) বাক্য = একজন ছাত্রও উত্তীর্ণ হতে পারে নি। বচন = E কোন ছাত্র নয় ব্যক্তি যে উত্তীর্ণ হত পেরেছে। ঈ) বাক্য = এমন কোন বস্তু নেই , যা বৃত্তাকার অথচ বর্গাকার। বচন = E কোন বৃত্তাকার বস্তু নয় বর্গাকার বস্তু। উ) বাক্য = পশু ও পাখি এক নয়। বচন = E কোন পশু নয় পাখি। ঊ) বাক্য = সৎ লোক নেই, বচন = E কোন লোক নয় সৎ ব্যক্তি। ঋ) বাক্য উটপাখি কখনও উড়তে পারে না। বচন = E কোন উট পাখি নয় পাখি যে উড়তে পারে। এ) বাক্য = অসৎ লোক সম্মানিত হতে পারে না। বচন = E কোন অসৎ লোক নয় সম্মানিত ব্যক্তি।

৩) কোন বাক্যে ‘কিছু কিছু’, ‘কখনো কখনো’, ‘অল্পসংখ্যক’, ‘অধিকাংশ’, ‘সাধারণত’, ‘অনেক’, ‘প্রায় প্রত্যেক’, ‘প্রায় সব’, ‘প্রায়ই’, ‘সম্ভবত’, ‘একটি ছাড়া সব’, ‘হতে পারে’ (often, a handful, most of the, probably, some etc.) কথাগুলি মানক হিসাবে ‘কোন কোন’ -কে নির্দেশ করে। এদের কোন একটির সঙ্গে সংযোজক হিসাবে ‘হয়’ থাকলে বাক্যটি I -বচন হবে এবং ‘নয়’ থাকলে বাক্যটি O -বচন হবে।

যেমন ঃ অ) বাক্য = বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হতে পারেন। বচন = I কোন কোন বৈজ্ঞানিক হন দার্শনিক। আ) বাক্য = আকর্ষণীয় পুস্তকের সংখ্যা অল্প নয়। বচন = O কোন কোন পুস্তক নয় আকর্ষনীয় পুস্তক। ই) বাক্য = একটি ছারা সব ধাতুই কঠিন। বচন = I কোন কোন ধাতু হয় কঠিন। ঈ) বাক্য = মানুষ সাধারণত অসৎ হয় না। বচন = O কোন কোন মানুষ নয় অসৎ ব্যক্তি। উ) বাক্য = জ্ঞানীরা কখনও ভুল করে না। বচন = I কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি হন ব্যক্তি যাঁরা ভুল করেন। ঊ) বাক্য = কবিরা প্রায়ই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হন না। বচন = O কোন কোন কবি নন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঋ) বাক্য = সুখী নয় এমন মানুষ অনেক আছে। বচন = O কোন কোন মানুষ নয় সুখী ব্যক্তি। এ) বাক্য = অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি কৃপণ। বচন = I কোন কোন ধনী ব্যক্তি হয় কৃপণ ব্যক্তি।

৪) কোন বাক্যে ‘কদাচিৎ’, ‘ক্বচিৎ’, ‘প্রায় নেই’, ‘নেই বললেই চলে’, ‘দু-একটি’ (hardly, rarely, few etc.) - এই ধরনের কথা থাকতে পারে। এরা আসলে খুব কম সংখ্যক বোঝায়। এই ধরনের কথা যদি কোন বাক্যে থাকে, তাহলে সেই বাক্যকে বচন-আকারে আনার সময় - ক) মানক হিসাবে ‘কোন কোন’ ব্যবহার করতে হবে। খ) সংযোজক বদল করতে হবে। অর্থাৎ বাক্যের ‘হয়’ বচনে ‘নয়’ হয়ে যাবে এবং ‘নয়’ বচনে ‘হয়’ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ -ক) খুব কম + হয় = কোন কোন + নয় = O বচন।

খ) খুব কম + নয় = কোন কোন + হয় = I বচন।

যেমন ঃ অ) বাক্য = মূল্যবান পুস্তক কদাচিৎ পঠিত হয়। বচন = O কোন কোন মূল্যবান পুস্তক নয় পঠিত পুস্তক। আ) বাক্য = স্বাবলম্বীরা ক্বচিৎ অদৃষ্টবাদী হয়। বচন = O কোন কোন স্বাবলম্বী ব্যক্তি নয় অদৃষ্টবাদী ব্যক্তি। ই) বাক্য = শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় খুব কম নয়। বচন = I কোন কোন ব্যক্তি হয় শিক্ষিত ব্যক্তি। ঈ) বাক্য = অসৎ ব্যক্তি সুখী হয়েছে এমন ঘটনা নেই বললেই চলে। বচন = O কোন কোন অসৎ ব্যক্তি নয় সুখী ব্যক্তি। উ) বাক্য = কাপুরুষ খুব কম ক্ষেত্রেই সৌভাগ্যবান হয়। বচন = O কোন কোন কাপুরুষ নয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। ঊ) বাক্য = দু-একজন ব্যক্তি আসেনি। বচন = I কোন কোন ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যারা এসেছে।

৫) কোন বাক্যে ‘কেবল’, ‘কেবলমাত্র’, ‘শুধু’, ‘শুধুমাত্র’, ‘একমাত্র’, ‘ব্যতীত কেউ নয়’,(Only, alone etc.) প্রভৃতি কথাগুলির কোন একটি থাকে, তাহলে সেই বাক্যটিকে বচনে আনার সময় - ক) উদ্দেশ্য পদকে বিধেয় পদের জায়গায় রাখতে হবে। খ) বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের জায়গায় রাখতে হবে। গ) বাক্যটিকে A-বচনে রাখতে হবে। অর্থাৎ কেবল প্রভৃতি = A-বচন- বচন + বাক্যে থাকা উদ্দেশ্য-বিধেয় স্থান-পরিবর্তন।

যেমন ঃ অ) বাক্য = যাদের শিক্ষা আছে, তারাই শুধু কুসংস্কারমুক্ত হয়। বচন = Aসকল শিক্ষিত ব্যক্তি হয় কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তি। আ) বাক্য = কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদেরই ভোট দানের অধিকার আছে। বচন = Aসকল ভোট দানের অধিকারী ব্যক্তি হয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। ই) বাক্য = জড়বাদী ছাড়া আর কেউই চার্বাকপন্থী নয়। বচন =A সকল চার্বাকপন্থী হয় জড়বাদী।

৫)/ ১) যদি বাক্যে কেবলমাত্র, একমাত্র ..... ইত্যাদি পদগুলি থাকে, এবং তার সঙ্গে 'নয়' শব্দটি বা নঞর্থকসূচক কোন চিহ্ন থাকে তাহলে বাক্যটিকে দুটি বচনের (A, E) সংযোগ হিসাবে প্রকাশ করতে হবে। যেমন ঃ বাক্য = একমাত্র পশুরাই বিশ্বসঘাতক নয়। বচন = A সকল অ-পশু হয় বিশ্বাসঘাতক। E কোন পশু নয় বিশ্বাসঘাতক।

বা বাক্য = কেবলমাত্র ভারতীয়রা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বচন = A সকল অ-ভারতীয় হয় এমন যারা অংশগ্রহণ করতে পারবে। E কোন ভারতীয় নয় এমন যারা অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঈ) বাক্য = একমাত্র মূর্খেরাই অহংকার করে। বচন =A সকল অহংকারী ব্যক্তি হয় মূর্খ ব্যক্তি। উ) বাক্য = যারা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই কলেজ ছাত্র নয়। বচন =A সকল ব্যক্তি যারা এই কলেজের ছাত্র হয় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি। ঊ) বাক্য = শুধুমাত্র সাহসীরা এই সম্মানের অধিকারী। বচন = Aসকল ব্যক্তি যারা এই সম্মানের অধিকারী হয় সাহসী ব্যক্তি। ঋ) বাক্য = কেবল মেরুদন্ডী প্রাণীরাই হাঁটতে পারে। বচন = Aসকল প্রাণী যারা হাঁটতে পারে হয় মেরুদন্ডী প্রাণী। এ) বাক্য = যারা পরিশ্রমী একমাত্র তারাই সফল হতে পারে। বচন = A সকল সফল ব্যক্তি হয় পরিশ্রমী ব্যক্তি।

৬) ‘আছে’ বলতে ‘কোন গুণের অস্তিত্ব আছে’ - এমন বোঝাতে পারে। এইভাবে কোন বাক্যে ‘আছে’ কথাটি থাকলে সেটিকে বচনে আনতে গেলে, যে-গুণটি ‘আছে’ বলা হচ্ছে, সেটি যদি জাতিবাচক উদ্দেশ্যের - ক) আকস্মিক গুণ হয়, তাহলে বচনটি I বচন হবে। খ) আর যদি আবশ্যিক গুণ হয় তাহলে বচনটি A-বচন হবে।

যেমন ঃ অ) বাক্য = সাদা বাঘ আছে। (বাঘ = জাতিবাচক উদ্দেশ্য/সাদা = আকস্মিক গুণ, কারণ বাঘ অন্য রঙেরও হতে পারে।)। বচন =I কোন কোন বাঘ হয় সাদা জীব। আ) বাক্য = সৎ লোক আছে। বচন =I কোন কোন লোক হয় সৎ ব্যক্তি।

ই) বাক্য = মানুষের অহংকার আছে। বচন = I কোন কোন মানুষ হয় অহংকারী ব্যক্তি। ঈ) বাক্য = মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে। (মানুষ = জাতিবাচক উদ্দেশ্য/বিচারবুদ্ধি = মানুষের আবশ্যিক গুণ। কারণ, মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর বিচারবুদ্ধি স্বীকার করা হয় না। তাই বচন = Aসকল মানুষ হয় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। উ) বাক্য = জড়বস্তুর ওজন আছে। বচন = Aসকল জড়বস্তু হয় ওজনবিশিষ্ট বস্তু। ঊ) বাক্য = পাখির পাখা আছে। বচন = Aসকল পাখী হয় পাখাযুক্ত প্রাণী।

৭) যদি p (পূর্বকল্প), তাহলে q (অনুকল্প) - এটি হল প্রাকল্পিক বচনের আকার। প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে -

ক) পূর্বকল্পে উল্লিখিত বিষয়টি নির্দিষ্ট হলে, সেটি সর্বদাই প্রাকল্পিক বচন হবে। তাকে কখনও নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তরিত করা যাবে না।

খ) পূর্বকল্পে উল্লিখিত বিষয়টি অনির্দিষ্ট হলে, সেই বচনটিকে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বচনটি সার্বিক বচন A বা E বচন হবে। এইক্ষেত্রে -

অ) পূর্বকল্প এবং অনুকল্প দুটি অংশই হ্যাঁ-বাচক হলে বচনটি A-বচন হবে।

যেমন ঃ বাক্য = যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করে, তাহলে সে সফল হয়।
বচন = Aসকল পরিশ্রমী ব্যক্তি হয় সফল ব্যক্তি। [এখানে পূর্বকল্প = অনির্দিষ্ট। পূর্বকল্প = হ্যাঁ-বাচক।]

আ) পূর্বকল্প হ্যাঁ-বাচক এবং অনুকল্প না-বাচক হলে বচনটি E-বচন হবে।

যেমন ঃ বাক্য = যদি কোন ব্যক্তি সুশাসক হয়, তাহলে সে শোষক হতে পারে না। বচন =E কোন সুশাসক ব্যক্তি নয় শোষক ব্যক্তি।

[এখানে পূর্বকল্প = অনির্দিষ্ট। পূর্বকল্প = হ্যাঁ-বাচক। অনুকল্প = না-বাচক।

ই) পূর্বকল্প এবং অনুকল্প - দুটি অংশই না-বাচক হলে বচনটি A-বচন হবে। কারণ না+না = হ্যাঁ।

যেমন ঃ বাক্য = যদি কোন দেশ স্বাধীন না হয়, তাহলে সে দেশ উন্নতিশীল হয় না। = যদি কোন দেশ স্বাধীন হয়, তাহলে সে দেশ উন্নতিশীল। বচন = A সকল স্বাধীন দেশ হয় উন্নতিশীল দেশ।

৮) যে-সব বাক্যে ‘except’ অর্থাৎ ‘ব্যতীত’, ‘ছাড়া’, প্রভৃতি ব্যতিক্রম-সূচক শব্দ থাকে, সেই সব বাক্যকে বচনে আনতে গেলে - অ) ব্যতিক্রমী বিষয়টি যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে বাক্যটি A-বচন হবে।

যেমন ঃ বাক্য - পারদ ছাড়া সব ধাতুই কঠিন। বচন = A সকল ধাতু (পারদ ছাড়া) হয় কঠিন বস্তু।

আ) ব্যতিক্রমী বিষয়টি যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে বাক্যটি I-বচন হবে।

যেমন ঃ বাক্য = একটি ছাড়া সব ধাতু কঠিন। বচন = I কোন কোন ধাতু হয় কঠিন বস্তু।

৯) কোন বাক্যের উদ্দেশ্য একবাচক পদ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে -

অ) একবাচক পদটি নির্দিষ্ট হলে, অর্থাৎ রাম, আমি, তুমি, সে, ওই ফুলটি, ওই লোকটি ইত্যাদি হলে, বচনটি সার্বিক বচন হবে, A বা E বচন হবে।

যেমন ঃ ক) বাক্য = ওই ফুলটি গোলাপ।

বচন = A-ওই ফুলিটি হয় গোলাপ ফুল

খ) বাক্য = সে আসবে না।

বচন =E সে নয় ব্যক্তি যে আসবে।

আ) একবাচক পদটি অনির্দিষ্ট হলে, অর্থাৎ একজন লোক, একটি ফুল, ইত্যাদি হলে, বচনটি বিশেষ বচন হবে অর্থাৎ I বা O - বচন হবে।

যেমন ঃ ক) বাক্য = একটি চোর পালিয়েছিল।

বচন = I- কোন কোন চোর হয় ব্যক্তি যে পালিয়েছিল।

খ) বাক্য = একজন অতিথি আসেনি

বচন = O কোন কোন অতিথি নন ব্যক্তি যাঁরা এসে ছিলেন।

১০) কোন বাক্যের উদ্দেশ্য জাতিবাচক পদ হতে পারে, অর্থাৎ মানুষ, গাছ, ফুল ইত্যাদি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে -

ক) জাতিটি সমগ্র না অংশ - কতটুকু পরিমাণ নেওয়া হয়েছে, তার নির্দেশ যদি বাক্যের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই নির্দেশ ধরে বাক্যটিকে বচনে নিয়ে আসতে হবে।

যেমন অ) বাক্য = মানুষ মাত্রই স্বার্থপর। বচন= A সকল মানুষ হয় স্বার্থপর ব্যক্তি।

আ) বাক্য = ধনীরা কখনও সৎ হতে পারে না। বচন = E কোন ধনী ব্যক্তি নয় সৎ ব্যক্তি।

খ) জাতিটি সমগ্র না অংশ- কতটুকু পরিমাণ নেওয়া হয়েছে, তার নির্দেশ যদি বাক্যের মধ্যে না থাকে, তা হলে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী বাক্যটিকে বচনে নিয়ে আসতে হবে।

যেমন ঃ অ) বাক্য = মানুষ স্বার্থপর। বচন = I কোন কোন মানুষ হয় স্বার্থপর ব্যক্তি।

আ) বাক্য = ধনীরা সৎ নয়। বচন = O কোন কোন ধনী ব্যক্তি নয় সৎ ব্যক্তি।

ই) বাক্য = ফুল সুন্দর। বচন = A সকল ফুল হয় সুন্দর বস্তু।

ঈ) বাক্য = ফুল সুগন্ধি। বচন = I কোন কোন ফুল হয় সুগন্ধি বস্তু।

১১) যে-সব প্রশ্নসূচক বাক্য অর্থাৎ যে-সব বাক্যে কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, সে গুলিকে প্রশ্নের উত্তর ধরে বচনে আনতে হয়। অর্থাৎ প্রশ্নসূচক বাক্যের ক্ষেত্রে

ক) প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে বাক্যটিকে বচনে আনা যায়।

খ) প্রশ্নের উত্তর জানা না-থাকলে বাক্যটি বচনে আনা যায় না।

যেমন ঃ অ) বাক্য = এমন কোন ফুল আছে কি যা সুন্দর নয় ? (উত্তর = সুন্দর নয় এমন ফুল নেই)। বচন = A সকল ফুল হয় সুন্দর বস্তু। আ) বাক্য সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ আছে কি ? (উত্তর = সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ নাই)। বচন = E কোন মানুষ নয় সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যক্তি। ই) বাক্য = মন্ত্রীরা কি সর্বশক্তিমান ? (উত্তর = মন্ত্রীরা সর্বশক্তিমান নন)। বচন = E কোন মন্ত্রী নন সর্বশক্তিমান ব্যক্তি।

আবার ঃ বাক্য = তোমার নাম কি ? (উত্তর জানা নাই)। এই বাক্যটি বচনে আনা সম্ভব নয়।

১২) ‘একটি’ কথাটি সব সময় একবাচক বিষয়কে নির্দেশ করে না, অনেক সময় কোন বিষয়ের সমগ্র জাতিকে বা আংশিক জাতিকে নির্দেশ করতে পারে। তাই যে-সব বাক্য ‘একটি’ কথাটি থাকে, সেগুলি বচনে আনার সময় অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

যেমন ঃ অ) বাক্য = কলা একটি পুষ্টিকর ফল। বচন = A সকল কলা হয় পুষ্টকর ফল। আ) বাক্য = ধর্ম হল একটি বিভেদক শক্তি। বচন = A সকল ধর্ম হয় বিভেদক শক্তি। ই) বাক্য = মানুষ হল একটি স্বার্থপর জীব। বচন = I কোন কোন মানুষ হয় স্বার্থপর জীব।

১৩) উপসংকেত ঃ (Parameter) কিছু কিছু বাক্য আছে যেগুলিকে কখনই নিরপেক্ষ বচনের মতো পরিষ্কার বিধেয়যুক্ত মনে হয় না। এসব বাক্যের ক্ষেত্রে সময় বা কাল (time) , জায়গা বা ক্ষেত্র (space), ইত্যাদির অর্থ বাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয়ের অর্থের থেকেও প্রাধান্য পায়। যেমন ঃ 'যখনই তার রাগ হয়, সে পায়চারী করতে থাকে' - এখানে 'যখনই' শব্দটি জোরালো কারণ এই শব্দটি দিয়ে সময়ের অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে। আবার 'যেখানেই মেরী যায়, তার ভেড়ার ছানাটিও সঙ্গে সঙ্গে যায়' - এখানে 'যেখানেই' শব্দটির মাধ্যমে ক্ষেত্র বা জায়গার অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে।

এই ধরনের বাক্যগুলিকে বচনে রূপান্তর করার সময় দেশ বা কালের অর্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য বচনের সঙ্গে কিছু শব্দসমষ্টি অতিরিক্ত যোগ করতে হবে। এগুলিকে বলা হয় উপসংকেত (Parameter) যেমন ঃ বাক্য = যখনই তার রাগ হয় সে পায়চারী করে। বচন = A সকল সময় যখন তার রাগ হয়, হয় সময় যখন সে পায়চারী করতে থাকে।

বাক্য = যেখানে মেরী যায়, তার ভেড়ার ছানাটিও সঙ্গে সঙ্গে যায়। বচন = A সকল যায়গা যেখানে মেরী যায় হয় যায়গা যেখানে ভেড়ার ছানাটি যায়।

বাক্য = সে কখনই রাগ করে না। বচন = E কোন সময় নয় সময় যখন সে রাগ করে।

বাক্য = জন যেখানেই খেলতে যায়, সেখানেই জিতে আসে। বচন = A সকল স্থান যেখানে জন খেলতে যায় হয় স্থান যেখানে জন জিতে আসে।

বাক্য = যেদিকেই শেয়াল যায়, কুকুর চেঁচাতে থাকে। বচন = A সকল স্থান যেখান শেয়াল যায় হয় স্থান যেখানে কুকুর চেঁচাতে থাকে।

বাক্য = সে যখন যা ইচ্ছা তাই করে। বচন = A সকল সময় যখন তার যা কিছু ইচ্ছা হয়, হয় সময় যখন সে তাই করে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ